২২ বর্ষ : ২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১৩

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

যেসব বঙ্গোতে জন্মি
হিংসে বঙ্গাবাণী
সেসব কাহার জন্ম
নির্ণয় ন জানি

কবি: আব্দুল হাকিম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদকীয়

২১ ফেব্রুয়ারি, আমাদের ভাষা দিবস। শহীদের রক্তে রাঙা দিন। এই দিন আমাদের শহীদ দিবস। জাতীয় শোক দিবস।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-এর সৃষ্টি হয়। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের একটি অংশ। নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দেশে ভাগের পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিদের আলাদা চোখে দেখা শুরু করে। নানাভাবে অত্যাচার ও শোষণ চালাতে থাকে। শুরুতেই তারা আঘাত করে ভাষার ওপর। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। বাঙালিরা এটা মানতে পারে না। ফলে ভাষার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। শহীদ হন বরকত, রফিক, জব্বার, সালামসহ আরো অনেকে। তাঁরা শহীদ হয়েছিলেন আমাদের মাতৃ ভাষার জন্য। তাই প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা তাদের স্মরণ করি। শুধু আমরাই নই, সারা দুনিয়ার মানুষ এখন ২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে।

আমাদের দেশে কিছু জাতি নিজেদের ভাষায় কথা বলে। আমরা এসব ভাষা সম্পর্কে জানব। সকলের ভাষাকে শ্রদ্ধা করব।

আমরা শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা শিখব ও চর্চা করব। সব শিশুকে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলা শিখাব।

আলাপ

২২ বর্ষ : ২য় সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
রাবেয়া সুলতানা
দেওয়ান ছোহরাব উদ্দীন
মোহাম্মদ মহসীন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
এম. এ. মান্নান
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

প্রচ্ছদের ছবি: হাসিব, পায়রা গণকেন্দ্র, বুড়িরচর, বরগুনা

ভাষার রকম ফের	১-২
গল্প: শহীদ মিনার	৩-৫
বিভিন্ন মেলার সমাহার	৬-৭
কথামালা: মাতৃভাষা বাংলা	৮-৯
পাঠকের পাতা	১০
ছড়া ও কবিতা	১১
গরমে চুলের যত্ন	১২
মায়ের দুধের গুণাগুণ	১৩
৫৫ বছর পূর্তি...	১৪

মূল্য: ২০.০০ টাকা

ভাষার রকম ফের

আমাদের কাজের প্রয়োজনে আমরা সারাদিন অনেক কথা বলি। নানান রকম ইশারা ইঙ্গিত করি। আসলে অন্যের কাছে আমাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করি। এভাবে মনের ভাব প্রকাশ করাকেই বলে ভাষা। তাই ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের একটি মাধ্যম। প্রতীক ব্যবহার করেও আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। এছাড়া ইশারার মাধ্যমেও ভাবের আদান প্রদান করা যায়। একে বলে ইশারা ভাষা।

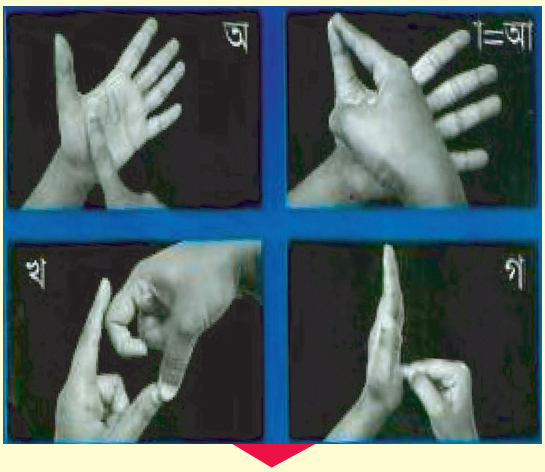

ইশারা ভাষা

আমাদের দেশের প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ ইশারা ভাষায় ভাব আদান প্রদান করে থাকে।

ভাষা পরিবর্তনশীল

সময়ের সাথে সাথে ভাষা ও তার রূপ বদলায়। যেমন- বাংলা ভাষায় অনেক ফারসি, ইংরেজি শব্দ যোগ হয়েছে। এটি খুব স্বাভাবিক একটি নিয়ম। এক্ষেত্রে উদাহরণ টানা যায় চর্যাপদ-এর। বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রথম অবস্থায় ৮ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে চর্যাপদ লেখা হয়েছিল। বর্তমান বাংলা ভাষার সঙ্গে এই চর্যাপদের খুব একটা মিল নেই। দেখলে মনে হবে, কী সব এলোমেলো লেখা। যেমন- চর্যাপদে অনেকগুলো পদ, গান বা চর্যা আছে। এই গানগুলোর মধ্যে লুই পা' একটি গানের নাম। এর প্রথম পদের শুরুটা এরকম-

'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল '

মানে, শরীর হলো গাছের মতো, তার পাঁচটা অঙ্গ বা ডাল। এই পাঁচটা ডাল দিয়ে চঞ্চল মনে কাল

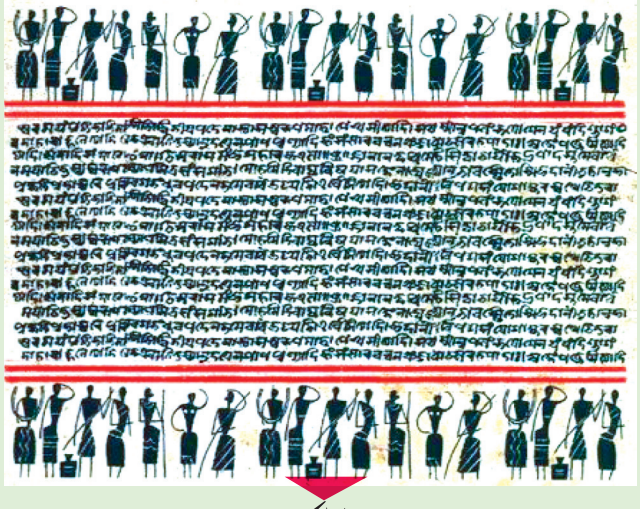

চর্যাপদ

প্রবেশ করে। কী অদ্ভুত কথা, তাই না? আসলে এই কথার একটা গোপন অর্থ আছে। তা হলো মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। যেমন- চোখ, মুখ, নাক, কান ও ত্বক। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় গাছের ডালের মতো। জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে মানুষ এই ইন্দ্রিয়ের সহায্যেই। এভাবে যুগে যুগে ভাষা পরিবর্তন হয়ে আজকের এই রূপ পেয়েছে।

জীবন্ত ভাষা ও মৃত ভাষা

কথাটা শুনে নিশ্চয়ই আজব লাগছে! ভাষার আবার বাঁচা-মরা কীসের? আছে, তা-ও আছে। ভাষা বেঁচে থাকে মানুষের মুখে মুখে এবং দৈনন্দিন চর্চায়। একটা ভাষা যদি কোনো দিনই কেউ না বলে, তাহলে সে ভাষাটা হারিয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয় মৃত ভাষা। যেমনটি ঘটেছে আমাদের দেশের সিলেটি নাগরী ভাষার ক্ষেত্রে। সিলেটি নাগরী এমন এক ভাষা, যার লিপি আছে অথচ ভাষাটি হারিয়ে গেছে।

সিলেটি 'নাগরী'একটি প্রাচীন ভাষা। সিলেট অঞ্চলে এক সময় এর চর্চা ছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও রচনা থেকে জানা যায়, হজরত

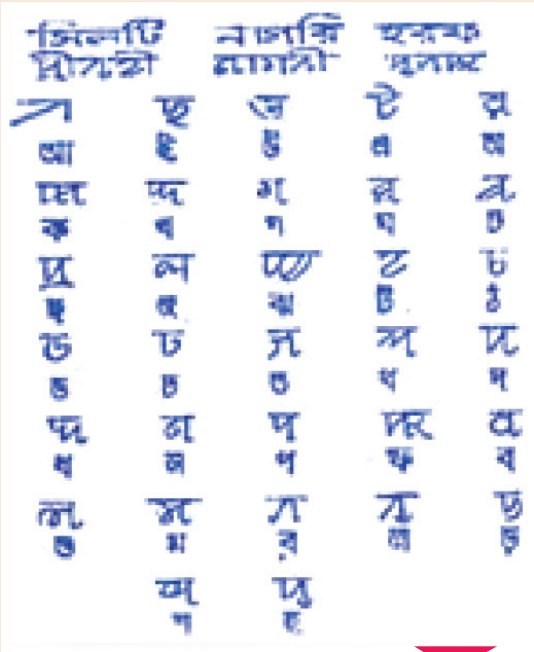

নগরী হরফ

শাহজালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া সিলেটে আসেন। তখন সিলেটে এই ভাষার চর্চা শুরু হয়।

এর চর্চা ছিল আসামের করিমগঞ্জ থেকে সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে ড. আশরাফুল করিম বলেন, "নাগরী আঞ্চলিক ভাষা ও বাংলা ভাষার একটি উপভাষা নয়। এটি একটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা; যার লিপি আছে। রয়েছে আলাদা ব্যাকরণ।" নাগরী লিপিতে রয়েছে মাত্র ৩২টি বর্ণ বা অক্ষর। এই ভাষায় সাধারণত যুক্তাক্ষর বা যুক্তবর্ণ ব্যবহার করা হয় না। তাই এই ভাষা শেখা খুব সহজ ছিল। মাত্র আড়াই দিনেই শেখা যেত। বর্তমানে ভাষাটি আমাদের অনেকের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। এভাবে পৃথিবীতে অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে।

উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা

উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হলো অঞ্চল ভেদে জনগোষ্ঠীর ভাষার আলাদা আলাদা রূপ। যেমন-'আমরা' শব্দটি বরিশালে বলে 'মোরা'; নোয়াখালিতে বলে 'আংগে'। তবে সব উপভাষারই এটি নিজস্ব টান আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার নিজস্ব টান আছে। সিলেটের উপভাষার টান আর রাজশাহী বা চট্টগ্রামের উপভাষার টান ভিন্ন।

প্রমিত ভাষা

প্রমিত বাংলা ভাষা হলো শুদ্ধ চলিত বাংলা ভাষা। প্রমিত ভাষায় কোনো আঞ্চলিক টান নেই। সংবাদপত্র, রেডিও, সংবাদ পাঠ, পাঠ্য বই, সাহিত্য, সংগতে এই ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- আমি, আমরা, তুমি, তোমরা ইত্যাদি। এই ভাষা দেশের সব অঞ্চলের মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। আসুন, আমরা প্রমিত ভাষা চর্চা করি। বাংলা ভাষা সঠিকভাবে চর্চা করি।

রাবেয়া সুলতানা
পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ

শহীদ মিনার

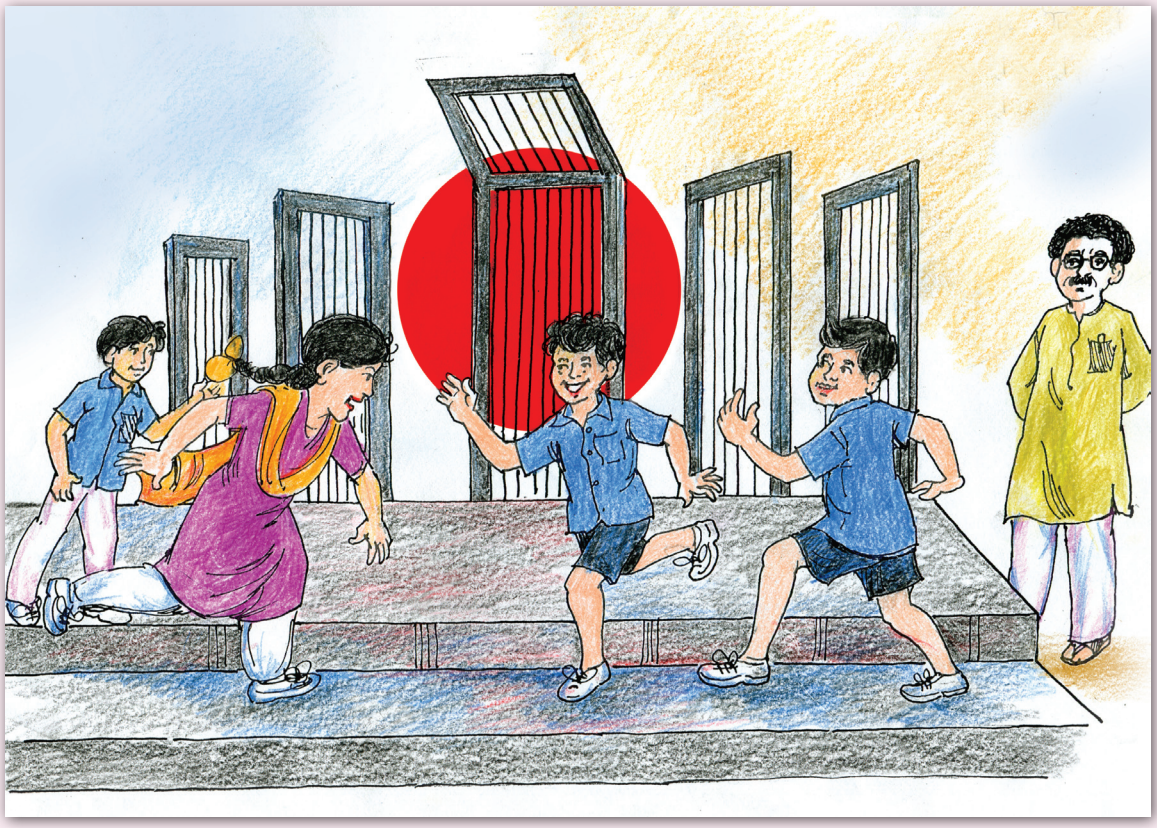

স্কুল ছুটি হয়েছে। সবাই হৈ চৈ করে ক্লাস থেকে বের হয়ে এলো। এমন সময় রাশেদ বলল, চল আমরা শহীদ মিনারে যাই। মিনারের বেদির উপর থেকে 'লাফ দেয়া' খেলি। রাশেদের কথায় সবাই রাজি হলো। কিন্তু অনি বেঁকে বসল। বলল, 'আমি যাব না। বাবা ক্লাস থেকে এখনই বের হবে। যদি দেখে আমি এখনও বাড়ি যাই নি, তাহলে কপালে দুঃখ আছে!' অনির বাবা আনিছ সাহেব এই স্কুলেরই হেড মাস্টার। কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে শেষমেশ অনিও চলল সবার সাথে। তারপর হৈ চৈ করতে করতে সবাই উঠে পড়ল শহীদ মিনারের বেদির উপর।

সবাই ঠেলাঠেলি, দৌড়, লাফ-ঝাঁপে ব্যস্ত। হঠাৎ কানে এলো হেড স্যারের গুরু গম্ভীর আওয়াজ! 'হতচ্ছাড়ার দল! করেছিস কী? জুতো পায়ে সবাই উঠে পড়েছিস বেদির উপর!' তখন সবার হুঁশ হলো। হায়! হায়! লাঠি হাতে হেড স্যার তাদের সামনে দাঁড়িয়ে! ভয়ে কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাবাকে দেখে অনির মুখটাও ভয়ে মলিন হয়ে গেল।

গম্ভীর কণ্ঠে স্যার বললেন, 'আয় দু' হাত বাড়িয়ে একজন একজন করে সামনে আয়। সবার আগে অনি আয়।' 'এই কথা শুনে অনির প্রাণপাখি যায় যায় অবস্থা! ও আস্তে আস্তে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আনিছ সাহেব অনিকে দেখেই এক চিৎকার দিলেন। বললেন, এই শিখেছিস এতোদিনে? সন্মান করাও ভুলে গেছিস?' অনি কথাটির অর্থ বুঝল না।

সে আবার অসম্মান করল কাকে? কিন্তু কোনো কিছু বলার আগেই বাবা সজোরে এক চড় বসিয়ে দিলেন অনির গালে। অনি নড়াচড়া করতেও যেন ও ভুলে গেলো। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো। এমন সময় পাশ থেকে বাংলা স্যার বলে উঠলেন,'স্যার এবারের মতো মাফ করে দেন। ওরা হয়ত ওদের অন্যায়টা বুঝতে পারে নি। আমরা বিষয়টি ওদের বুঝিয়ে আগে বলি।' এই কথায় হেড স্যার একটু শান্ত হলেন। সবাইকে তিনি মাঠের আম গাছটার নিচে বসতে বললেন।

সবাইকে উদ্দেশ্য করে বাংলা স্যার বললেন, তোমরা সবাই প্রভাত ফেরিতে যাও তো, তাইনা? বলত কত তারিখে এই প্রভাত ফেরি হয়?

তপু: ২১ ফেব্রুয়ারিতে আমরা খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে প্রভাত ফেরি করি।

বাংলা স্যার: হ্যাঁ, ঠিক বলেছে। এখন বলো তো, কেন?

আলম: স্যার, এটা তো সবাই জানে। আমাদের ভাষা শহীদদের সম্মান জানানোর জন্য আমরা এই প্রভাত ফেরি করি।

হেড স্যার: হ্যাঁ, এই গল্প কম বেশি সবারই জানা। তারপরও আবারও বলছি।

বৃটিশরা ভারতবর্ষ ভেঙে বানাল দু'টো দেশ। ভারত আর পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির আকারও হলো অদ্ভুত। দেশটির দু'টো খণ্ড হলো। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। দুই খণ্ডের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ফারাক। মাঝখানের পুরোটাই ভারত!

বাংলা স্যার: এই অদ্ভুত দেশের সরকারও ছিল অদ্ভুত। নইলে দেশের মাত্র ৭% লোকের ভাষাকে কেউ রাষ্ট্রভাষা করে? অথচ পাকিস্তানে বাংলা ভাষায় কথা বলত ৫৬% জন লোক। এই অদ্ভুত কথা কেউ কখনো মেনে নেয়? তাই বাঙালিরা সুন্দর এক প্রস্তাব দিল! বলল, তোমাদের উর্দুও রাষ্ট্রভাষা হোক, আমাদের বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হোক। কিন্তু ওরা মানল না। বাঙালিরা মিছিল করল, নানাভাবে দাবি জানাল। কিন্তু ওরা কথা শুনলই না।

শেষমেশ বাঙালিরা আন্দোলন শুরু করল। আন্দোলন বন্ধ করার জন্য মিছিলেই গুলি করে বসল পাকিস্তানি শাসকেরা। গুলি খেয়ে মারা গেল সালাম, বরকত, জব্বার সহ অনেকে। তাই তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি হলো এই শহীদ মিনার।

হেড স্যার: পাকিস্তানি সরকার প্রথম শহীদ মিনারটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ঐ এলাকায় নিষেধ করেছিল, সেখানে যাতে

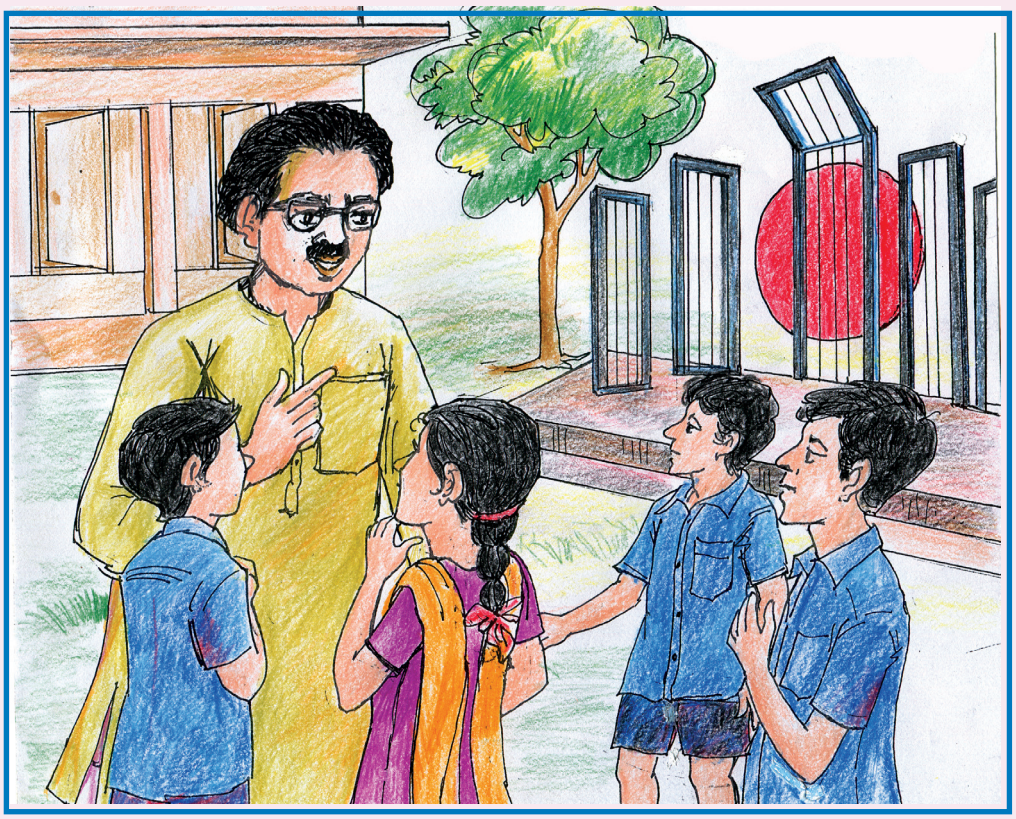

কেউ না যায়। কিন্তু এসব নিষেধ কি ছাত্ররা মেনে নেবে? কক্ষনো না। তারা ঠিক করল, সরকারি এই আদেশ মানা হবে না। একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হবেই। ছাত্ররা এক উপায় বের করল। খালি পায়ে প্রভাত ফেরি করে সবাই গুঁড়িয়ে দেয়া সেই মিনারটির স্থানে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল। এরপর দেশের সব অঞ্চলের মানুষ যার যার মতো করে বানাল শহীদ মিনার।

বাংলা স্যার: তবে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রথম প্রভাত ফেরি হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে। আর তোমরা কিনা সেই বেদির উপর জুতো পড়ে লাফালাফি করছ। এতে তো তাঁদের অপমান করা হয়। আর এজন্যই হেড স্যার এমন রাগ হয়েছেন। আমাদের বাংলা ভাষার জন্য তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। আমরা যদি তাঁদের সম্মান টুকু করতে না পারি, তাহলে কী করে হয়, বলো?

অনি টের পেলো, তার চোখের কোণে জল জমেছে। সে এবার বুঝতে পারল কোথায় তার ভুল হয়েছে। তাই তো মার খেয়েও বাবার প্রতি তার আর কষ্ট রইল না।

লুৎফুন নাহার তিথি
প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ

বিভিন্ন মেলার সমাহার

বর্ণমেলা

আনন্দময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো 'বর্ণমেলা'। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও অমর একুশে উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো এই মেলা। দিনব্যাপী এই বর্ণমেলার আয়োজন করে ছিল প্রথম আলো। মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ধানমন্ডির সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে। বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের মহিমা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে হয়েছিল এ মেলা।

বর্ণমেলার পুরো মাঠজুড়ে ছিল বর্ণ ও ভাষা নিয়ে নানারকম আয়োজন। যে শিশুটির এখনো বাংলা বর্ণে হাতেখড়ি হয় নি, তার জন্য ছিল হাতেখড়ির আয়োজন। তেমনি বড়দের জন্যও ছিল বর্ণ নিয়ে জানা-অজানা বিষয়ে মজার আয়োজন। শিশুদের হাতে ধরে সেখানে বর্ণ আঁকা শিখিয়েছেন বিভিন্ন শিল্পী। এ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পাপেট ও মাপেট শো, সিসিমপুর, মুকাভিনয়, পুতুল খেলা, জাদু প্রদর্শনীসহ ছিল নানান আয়োজন। ছিল চিত্রাঙ্কন ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা। ভবিষ্যতে এ মেলা দেশের অন্যান্য বিভাগেও ছড়িয়ে দেয়া হবে।

বই মেলা

একুশের বইমেলা বাঙালির প্রাণের মেলা। বাংলা একাডেমীতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো এই প্রাণের মেলা।

এবারের বই মেলার মূল বিষয় ছিল 'ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর'।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মিশে আছে এই মেলায়। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম এই মেলা শুরু হয়েছিল। তখন বাংলা একাডেমীর বটতলায় ৩২টি বই নিয়ে যাত্রা শুরু করে ছিল মুক্তধারা। ক্ষুদ্র থেকে সেই মেলা এখন বড় আকার ধারণ করেছে। এখন এটা বাঙালিদের প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। বইমেলা এখন আমাদের জন্য গর্বের বিষয়! এবারের বইমেলায় মোট ৩ হাজার ৬৬৯টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের তৈরি পণ্যসামগ্রীর মেলা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যারা পড়ার সুযোগ পান না, তাদের জন্য রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম। ৬ থেকে ৯ মাসের জন্য এই কার্যক্রম চালানো হয়। বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি যারা শেষ করে তাদের জন্য রয়েছে সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি। এমনই একটি কর্মসূচি হলো 'পিএলসিই এইচডি'।

এটি একটি সরকারি প্রকল্প, যা এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়। এই পিএলসিই এইচডি প্রকল্পে সাক্ষরতা চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণে নানারকম পণ্য তৈরি করেন। যেমন- বাঁশ, বেতের জিনিস, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি।

এ রকম পণ্য সামগ্রী নিয়ে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো একটি মেলা। গত ৩-৫ ফেব্রুয়ারি ৩দিন ব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর তেজগাঁয়ে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এমএম নীয়াজ উদ্দিন এ মেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় ২৫টি জেলার ২৫টি এনজিও অংশগ্রহণ করেছিল। এসব এনজিও'র ২৫টি স্টলের মাধ্যমে তাদের কর্মএলাকার শিক্ষার্থীদের তৈরি করা পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করে। অংশগ্রহণকারী এনজিওগুলো হচ্ছে- ডরপ, সিলেট যুব একাডেমী, পাশা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গ্রাম বিকাশ সংস্থা, আরবান, ঘরনী, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রত্যয়, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, এসকেএস, আরব, সুরভি, রিক ইত্যাদি।

মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন এমপি। তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল সংস্থাকে সম্মাননা পদক তুলে দেন।

আ.শ.ম. বাবর আলীর
কথামালা

মাতৃভাষা বাংলা ও হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। জন্মের পর আমরা প্রথম কথা বলা শিখি মায়ের কাছ থেকে। এজন্য এই ভাষাকে বলা হয় মায়ের ভাষা বা মাতৃভাষা। মাতৃভাষা সব মানুষের কাছে খুব প্রিয়। কারণ মানুষ তার মনের সকল কথা মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করে থাকে। মাতৃভাষা মানুষের একান্ত নিজের ভাষা। প্রাণের ভাষা। তাই কেউ যদি মাতৃভাষার ওপর আঘাত করে, তা সহ্য করা যায় না। সে তখন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। নিজের প্রাণের বিনিময়ে মাতৃভাষাকে সে রক্ষা করে।

তেমনটি ঘটেছিল আমাদের মাতৃভাষাকে নিয়ে ১৯৫২ সালে। তখন পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। এখন যা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ, তখন তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের বাস ছিল এখানে। অর্থাৎ সারা পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশি লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। আর শতকরা ৪৪ ভাগ লোকের ভাষা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভাষা। তাও আবার একটি নয়, আরও ৫টি। এর মধ্যে শতকরা মাত্র ৭ জনের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। অথচ পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করল, শতকরা ৫৬ জনের নয়, মাত্র ৭ জনের মাতৃভাষা উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

একথা শুনে তুমুলভাবে প্রতিবাদ করে উঠলো বাঙালিরা। তাদের দমাতে সরকার নামাল সশস্ত্র বাহিনী। দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হলো ভীষণ সংঘর্ষ। সরকার বাহিনীর গুলিতে মারা গেলেন কয়েকজন বাঙালি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- রফিক, ছালাম, শফিক, বরকত ও জব্বার। অবশেষে

সরকার বাধ্য হলো বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করতে। এটা ঘটেছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে।

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউলা (রঃ)'র অকৃত্রিম দরদ ছিল। ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' নামক বইয়ে তিনি বলেছেন, ভাষা দ্বারা শিক্ষা ও সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা দ্বারা আমরা অনেক ভাব প্রকাশ করি ও আবশ্যকতা অনুসারে উক্ত ভাব লিপিবদ্ধ করি; এইরূপে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।'

এরপর আমাদের মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব সম্পর্কে একই বইয়ে তিনি লিখেছেন- 'বাংলা ভাষাকে জাতীয়ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে ও তদানুসারে জীবন গড়িতে হইবে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, সামাজিক উপন্যাস তাপসদিগের জীবনী সমস্তই আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় লিখিত। যে পর্য্যন্ত এইগুলি বঙ্গভাষায় লিখিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্য জাতীয় শক্তি উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হইবে না।' তিনি মনে করতেন আমাদের বাংলাভাষা হিন্দু অথবা মুসলমান কারও একার নয়, উভয়েরই। তাই তিনি বলেন, 'হিন্দু-বাংলা মুসলমানী বাংলা এই পার্থক্যবোধক শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও; উভয়ের সাহায্যে বঙ্গ ভাষার আয়ত্ত বৃদ্ধি কর এবং ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন কর।'

তাঁর অসংখ্য লেখায় তিনি এমনি ধরনের অনেক কথা বলেছেন। জীবনের সকল জায়গায় মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এটা ১৯৫২ সালের অনেক আগের কথা।

ভাবতে অবাক লাগে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন'। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখে জন্মভূমি সাতক্ষীরার নলতা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৯২ বছর। প্রতি বছরের মতো এবারও সেই উপলক্ষে ওইদিন সেখানে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপিত হয়েছে। তাতে তাঁর লাখ লাখ ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ঘটেছিল।

ঘৃণা

বাবা এখন ড্যাড হয়েছে
মা হয়ে গেছে মাম,
অপ সংস্কৃতির তান্ডব দেখে
বাড়ছে আমার ঘাম।

তবে কেন সালাম বরকত
গুলি খেয়ে মরে?
এই দেশের কিছু মানুষ
এসব চালু করে।
ভন্ড ওরা, নয়তো দরদী
বাংলা ভাষার প্রতি,
ঘৃণা করো, সবাই ওদের
নইলে হবে ক্ষতি।

ইমা আক্তার নুপুর
হাসন হেনা গণকেন্দ্র,এমবালিয়াতলী, বরগুনা।

ছবি: খাদিজা, শান্তা গণকেন্দ্র, বরগুনা।

একুশ তুমি

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলা গরম,
ভাষার জন্য চলছে মিছিল
আন্দোলনটা চরম।

এমন সময় ঠা ঠা করে
গুলি চালাল সেনা,
তাজা খুন পড়ল ঝরে
মুখটা চেনা চেনা।

মাতৃভাষার জন্য তাঁরা
বিলিয়ে দিলেন প্রাণ,
একুশ এলেই পাই যে মোরা
তপ্ত খুনের ঘ্রাণ।

তানিয়া সুলতানা
অগ্নিবীনা গণকেন্দ্র,কদমতরা, বরগুনা

ছবি: রাবেয়া আক্তার, রূপনগর মল্লিকা গণকেন্দ্র, এ্যাকসেস-ক্যাফোড প্রকল্প, বরগুনা।

স্মৃতির পাতায় একুশে ফেব্রুয়ারি

নাছিমা শাহীন

ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
এসেছে বাংলা ভাষা
বাংলা ভাষায় কথা বলে
মিটে মনের আশা।

প্রতি বছর আসে যখন
এই দিনটি ফিরে
কত স্বপ্ন আসে মনে
এই দিনটিকে ঘিরে।

বই মেলার আয়োজন হয়
বাংলা একাডেমির চত্বরে
সম্মানে ফুলে ভরে উঠে
জাতীয় শহীদ মিনারে।

শহীদদের স্মরণে গায় সবাই
একুশে ফেব্রুয়ারি
ভুলিতে পারি না তাদের
স্মৃতির পাতায় ফিরি।

আমার অহংকার

শাহজাহান মোহাম্মদ

মায়ের ভাষা মাতৃভাষা
আমার অহংকার
শহীদ ভাইয়ের রক্তে রাঙা
বোনের অলংকার।

শিশুর শিক্ষা মায়ের দীক্ষা
শৈশব চিরকাল
সত্য ন্যায়ের রাস্তা ধরে
বুনি সুখের জাল।

জীবন পাতায় ফুটিয়ে তোলা
মায়ের সবুজ আঁচল
স্মৃতির পাতায় শোকের ভেলায়
বোনের চোখের কাজল।

গরমে চুলের যত্ন

চুল মানুষকে সুন্দর করে তোলে। এছাড়া রোদের তাপ, বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ থেকে মাথার ত্বককে রক্ষা করে। কিন্তু গরমকালে চুলের গোড়ায় ঘাম জমে। ফলে মাথার ত্বক প্রায় সব সময়ই ভেজা থাকে। এজন্য চুলে অনেক ময়লা জমে। মাথায় খুসকি হয়, চুল পড়ে। শুধু তাই নয়। ধুলা-ময়লা চুলে জটের সৃষ্টি করে। চুলে রুক্ষতা আসে, ডগা ফাটে। এমন কী অনেকের মাথায় ইনফেকশন হয়। তাই এসময় চুলের বিশেষ যত্ন নেয়া উচিত। যেমন-

- সপ্তাহে অন্তত একদিন শ্যাম্পুর এক ঘণ্টা আগে চুলে তেল দিন। চুলের শুষ্কতা দূর করতে একটি পাকা কলা, টকদই ও মধু মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে চুলে লাগাতে হবে। এতে শুষ্ক ও রুক্ষ চুলের মসৃণতা ফিরে আসবে।
- চুল রুক্ষ হয়ে গেলে বেলের শাঁসাল অংশ,মধু ও সামান্য ডাবের পানি মিশিয়ে লাগাতে হবে। ৪০ মিনিট পর ধুয়ে ফেললে চুল হবে ঝলমলে।
- চুলকে সজিব করতে এক কাপ মেহেদি পাতা বাটা, আধাকাপ চায়ের লিকার, ২ চামচ ভিনেগার, আমলকীর রস, একটা ডিম ও নারিকেলের দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে পুরো চুলে লাগিয়ে রাখুন। এক ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে নিন।
- মাথায় ঘাম জমে বিভিন্ন সময় ফোঁড়া বা ইনফেকশন হয়। এক্ষেত্রে গোসলের আগে নিমপাতা বা বেলের শাঁস মাথার তালুতে আধা ঘণ্টা লাগিয়ে রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। উপকার পাবেন।

মায়ের দুধের গুণাবলী

মায়ের দুধ শিশুর সেরা খাবার। শরীর গঠনের জন্য শিশুর যা যা দরকার, তার সবই মায়ের দুধে আছে। তাই মায়ের দুধ খেলে শিশুর অনেক উপকার হয়। আবার শিশুকে দুধ খাওয়ালে মায়েরও অনেক উপকার হয়। যেমন-

- মায়ের দুধ শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়। মায়ের দুধ খেলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- মায়ের দুধে বিভিন্ন রোগ-প্রতিরোধক উপাদান আছে। শিশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে।
- মায়ের দুধে শিশুর মস্তিষ্ক গঠনের বিশেষ উপাদান আছে। যা শিশুর বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে।
- মায়ের দুধে কোনো রোগজীবাণু বা ময়লা থাকে না।
- মায়ের দুধ জ্বাল দিতে বা গরম করতে হয় না। ফলে সহজেই শিশুকে খাওয়ানো যায়।
- মায়ের দুধ খাওয়াতে কোনো বাড়তি ঝামেলা নেই, যেমন-হাঁড়ি, বোতল, জ্বালানি ইত্যাদি।
- মায়ের দুধ যখন খুশি তখন খাওয়ানো যায়।
- দুধ খাওয়ালে শিশুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক গভীর হয়।
- শিশুকে দুধ খাওয়ালে প্রসবের পর মায়ের রক্তস্রাব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়।
- মায়ের দুধ খাওয়ালে মায়ের স্তন ও জরায়ুতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
- মা শিশুকে দুধ খাওয়ালে প্রসবের পর অন্তত ৬ মাস মায়ের গর্ভধারণের সম্ভাবনা কম থাকে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৫৫ বছরে পা রাখল।

মানুষের উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায়
"আলাপ" এর লেখক, পাঠকসহ
আমরা সবাই অংশীদার

সবাইকে ৫৫ বছরের
শুভেচ্ছা

Dhaka Ahsania Mission

এখন থেকে আলাপ নিয়মিত ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission